খুচরো কথা - ৩

নন্দিনী হোসেন

নতুন বছরের শুরু তে সবাইকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা। পৃথিবী থেকে হিংসা বিদ্বেষ হানাহানি কি কিছুমাত্র হ্রাস পাবে এই নতুন বছরে ? অবস্থা দেখে সে আশা পোষণ করার মত কোন কারণ দেখছি না। কখন ও ধর্মের নামে, কখন ও গণতন্ত্রের নামে মানুষ হত্যা চলছেই। মানুষ হত্যার কত নাম কত প্রকার। যাদের হাতে ক্ষমতা তারা ক্ষমতা দেখাতেই থাকবে। নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে গিনিপিগ সদৃশ্য সাধারণ ক্ষমতা হীন মানুষের উপর। তারপর ও মানুষ ভালো থাকুক এই কামনা। আমাদের মত সাধারণ মানুষের এই কামনা করা ছাড়া আর কি ই বা করার আছে। যাই হোক।

সাত রং এ নারী দের সমস্যা নিয়ে শুধু কেঁদে ভাসানো হচ্ছে বলে বিপ্লব পালের ধারণা। তা হয়ত একটু হচ্ছে বৈ কি ! বাঙ্গালী এমনিতেই আবেগ প্রবন জাতি বলে একটা কথা বাজারে চালু আছে। আমার ও ব্যক্তিগত ধারণা বাঙ্গালী আবেগের ভাষা বুঝে ভালো !বিশেষ করে বাঙ্গালী নারীর সমস্যা জর্জরিত জীবন নিয়ে কথা বলতে গেলে আবেগের কিছু দরকার আছে বলে মনে করি। মনে রাখতে হবে আমি বা সাত রং কথা বলছে বাঙ্গালী নারী দের সমস্যা নিয়ে। বলছে কাদের উদ্দেশ্য ? তা ও বাংগালী দের উদ্দেশ্য । ইউরোপ আমেরিকার নারী দের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। উন্নত বিশ্বের নারী দের সমস্যা যে নেই তা নয়। কিন্তু তার ধরন ভিন্ন। সেখানে পরিবারের কাঠামো আমাদের থেকে সম্পুর্ণ ই আলাদা। তাই শুধু উচ্চমার্গের তত্ত্ব আউড়িয়ে নারী মুক্তির কথা বলা সাতরং এর উদ্দেশ্য নয়। যে ভাষায়,যে ভঙ্গীতে কথা বললে সিংহ ভাগ বাংগালীর মাথার ভিতর দিয়ে মরমে গিয়ে পশে,সে ভাবে বলার চেষ্টা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা উচিত হবে না।

এখন ও বাঙ্গালী মেয়েরা কলেজ উনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো বা ক্যারিয়ার গড়ার উদ্দেশ্যে নয়-ভালো একটি বিয়ে হওয়ার জন্য। বাঙ্গালী প্রায় প্রতিটি পরিবারে এখন ওচিন্তা করা হয় মেয়ে কে কি করে ভালো একটা ছেলে দেখে পাত্রস্থ করা যাবে। মায়েরা পরিবার গুলোতে এখন ও তক্ষে তক্ষে থাকেন,আশে পাশে কোথায় কার মেয়ে কে সুপাত্রে বিয়ে দেওয়া হলো, সে সব সুলুক সন্ধানে । যদি কোন ভাবে নিজের মেয়ের জন্য ও সে রকম একটা পাত্র জুটে যায় ! যে মেয়ের বিয়ে তথাকথিত ভালো পাত্রের সাথে হয়,তখন দেখা যায় আত্বীয় পরিমন্ডলে ধন্য ধন্য রব পরে যায়। মেয়ে টা কত লক্ষী,কতটা ভাগ্যবতি ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবার্তা চলে কিছুদিন । অন্য দিকে যে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পরিবার কে সমস্যা পোহাতে হয়-মেয়ের বয়স বেড়ে যায় তখন তাকে পরিবার থেকে এমন কি নিজের মার কাছ থেকে পর্যন্ত কারণে অকারনে নানা কটু মনতব্য শুনতে হয়। লক্ষী,ভাগ্যবতি মেয়েদের উদাহরণ শুনতে হয়। আমাদের মেয়েদের এখন ও বিয়ে দেওয়া হয় !মেয়েরা বিয়ে করে না, এটা মাথায় রাখতে হবে । কারণ হিসেবে অনেক কিছুই দায়ী। সে সবে বিস্তারিত না গিয়ে সোজা সরল একটা কথা বলা যায়-কথা টা হচ্ছে নারী কে এখন ও মানুষ বলে স্বীকার করা হয় না। এমন কি আমাদের বাঙ্গালী সমাজে নারী নিজে ও নিজেকে এখন ও মেয়ে মানুষই মনে করে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের অন্তত এটা সাদা মাটা ভাষায় বোঝানো যে,তাদের অবস্থান যেখানেই হোক,যে স্তরেই হোক ,তারা নিজেদের যেন অন্তত মানুষ মনে করে । অনেকে আবার বলেন পুরূষ ও নির্যাতিত হয়,শুধু নারীর কথা বলা কেন ? পুরূষ নারী নির্বিশেষে তার সামাজিক অবস্থানের জন্য নানা কারণে ই সমাজে সবল দের দ্বারা নির্যাতিত হতে পারে। কিন্তু পুরূষ আর নারী নির্যাতনের মাত্রা এবং পরিমান কোন ভাবেই তুলনা যোগ্য নয়।

আরেকটা মজার কথা পড়লাম বিপ্লব পালের লেখায়। মনে হল তার লেখার সুর টা হচ্ছে এই যে, পুরূষতন্ত্র এমন কি মায় পুরূষ প্রজাতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে সেই তৃপ্তিতে ঢেঁকুর

তুলতে তুলতে, হাত পা গুটিয়ে এখন পিঠ পেতে দেবে নারীরা এই বলে যে,যা পারো করে নাও বাছাধন,তোমাদের অবলুপ্তি তো আর বেশী দিন বাকি নেই ! অবশ্য আমি একজন নারী হিসেবে চাই পুরুষ নারী সবাই থাক পাশাপাশি, মানুষের সম্মান নিয়ে । পুরুষের অবলুপ্তি বোধ হয় কোন নারীর ই কাম্য নয় !

যাই হোক। আসলে এখন ও শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে পরিবার গুলোই এক একটি বৈশম্যমুলক আচরণ এবং মানসিক নির্যাতনের আখড়া । এখন সময় এসেছে পরিবারের দিকে নজর দেওয়ার। তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়ার। অন্তত মায়েরা যদি সচেতন হোন ,তা হলে আজ না হোক অদূর ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব বলে মনে করি। আমার নিজস্ব ধারণা মায়েদেরই সচেতন করতে হবে সবার আগে। এই কাজটা করতে গেলে ও যুক্তির সাথে কিছুটা আবেগের মিশেল দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

কল্যাণ হোক সবার
৩জানুয়ারী ২০০৬